‘কো-এডুকেশন প্রসঙ্গে

[কো-এডুকেশন একটি বারোয়ারি উপন্যাস অর্থাৎ যৌথভাবেকয়েকজন সাহিত্যিকের রচনা। বিভূতিভূষণ তিনটি বারোয়ারিউপন্যাসে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে দুটি উপন্যাসের বিভূতিভূষণ-রচিত পরিচ্ছেদ দুটি আমরা রচনাবলীর এই শতবার্ষিক সংস্করণে আগেই প্রকাশ করেছি অগ্রন্থিতঅপ্রকাশিত অংশে। সে দুটি উপন্যাস ছিল— ‘মীনকেতুরকৌতুক’ এবং ‘পঞ্চদশী’। বর্তমান শেষ খণ্ডে সংযুক্ত হল তৃতীয়বারোয়ারি উপন্যাসের বিভূতিভূষণ-রচিত পরিচ্ছেদটি। এটিদুষ্প্রাপ বেতার জগৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

‘কো-এডুকেশন’ বারোয়ারি উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবেবেতারেপঠিত হয়েছিল। এক একদিন, এক একজনঔপন্যাসিক এক একটি পরিচ্ছেদ পাঠ করেছিলেন। এটি পরে ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এইসংখ্যাগুলি‘আকাশবাণী’ কলকাতা কেন্দ্রের নিজস্ব গ্রন্থাগারেরক্ষিত আছে, অন্য কোনো কলিকাতাস্থ গ্রন্থাগারে নেই।আকাশবাণীর সৌজন্যে এগুলি নির্বাহী সম্পাদক-কর্তৃকসংগৃহীত হয়েছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ-সম্বলিত এই উপন্যাসেরপ্রথম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ তারিখে।পরিচ্ছেদগুলি রচনা করেন যথাক্রমে সজনীকান্ত দাস, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমারসান্যাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ এবং ‘পরিশিষ্ট’ পরিচ্ছেদটি রচনা করেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।পাঠক স্বভাবতই বুঝতে পারছেন যে বিভূতিভূষণ রচনাকরেছিলেন ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি। এটি ১৯৪০ সালের বেতারজগৎ-এর ৩৯৯-৪০৫ পৃষ্ঠাগুলি মুদ্রিত হয়েছিল। এখন এই প্রথমশতবার্ষিকী বিভূতি রচনাবলীতে সংযুক্ত হল।

—নির্বাহী সম্পাদক]

‘কো-এডুকেশনের কাহিনীর প্রথম পাঁচ

পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ

[খুব সামান্য অবস্থা থেকে যুদ্ধের সময় লোহা-লক্কড়েরব্যবসা করে ধনী হয়ে উঠেছিলেন ননীমাধব, কলকাতার বিডনস্ট্রিটে নির্মাণ করেছিলেন একটা প্রাসাদোপম বাড়ি। শ্যালক কমলকৃষ্ণ নন্দীকে পছন্দ না করলেও বিলেতপাঠিয়েছিলেন।কিন্তু এত সুখ সইল না। স্ত্রী পূর্ণশশী এবং চার বছরের একমাত্রমেয়ে উজ্জ্বলাকে রেখে হঠাৎ ননীমাধব মারা গেলেন। নন্দীবিলেত থেকে বিলিতি কেতায় দুরস্ত হয়ে ন্যান্‌ডি হয়ে ফিরেএসে বোনের বাড়িতে বিলিতি আবহাওয়ার প্রচলন করলেন।উজ্জ্বলা বড় হল। বড় হয়ে উঠে বেথুনে ভর্তি হল। তবেতার এসব বিলিতি আদব-কায়দা ভালো লাগত না। পরে সে স্কটিশে ভর্তি হল বি.এ. পড়ার জন্যে এবং কো-এডুকেশনকলেজে ভর্তি হয়ে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে লাগল। সহপাঠীতপন ছিল কলেজের পাণ্ডা। একদিন উজ্জ্বলার গাড়িরড্রাইভার একটা রিক্সাচালককে ধাক্কা দিলে। তপন ঘটনাচক্রে সেখানে বন্ধু বীরেনের সঙ্গে উপস্থিত ছিল। তপন ড্রাইভারকে নামিয়ে, এমনকি উজ্জ্বলাকে নামিয়ে দিয়ে তাদের গাড়ি নিয়েই রিক্সাচালককে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এল।

এদিকে ন্যান্‌ডি সাহেব তপন-বীরেনের নামে থানায় চুরির অভিযোগ করে এলেন। থানার অফিসারের এজাহারেজানা গেল তপন রাজা প্রতাপনারায়ণের পুত্র। তখন ন্যান্‌ডিসাহেব অপ্রস্তুত হলেন। উজ্জ্বলা মামার পুলিশী ব্যবস্থাকে অনুমোদন করল না। সে তপনদের অভিযোগ মুক্ত করল, নিজের ভুল স্বীকার করে এবং দোষী ড্রাইভারকে জেলেপাঠিয়ে।

ধীরে ধীরে উজ্জ্বলার বাড়িতে তপনদের আসা-যাওয়াচলতে লাগল। তারপর একদিন গঙ্গার ঘাটে তপনের বাঁশিবাজানো শুনতে শুনতে দুজনে গভীরভাবে আসক্ত হল।তারপর একদিন হঠাৎ তপন মা-বাবা ও বোনকে নিয়েউজ্জ্বলার কাছে উপস্থিত হল। তারপরেই বিভূতিভূষণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের সূত্রপাত।

—নির্বাহী সম্পাদক। (আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রেরসৌজন্যে প্রাপ্ত)]

কো-এডুকেশন

একটু পরে সিঁড়ি বেয়ে দলটি উপরে উঠতে লাগল।উজ্জ্বলা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, এখানে তার উপস্থিতিরকি সন্তোষজনক কৈফিয়ত সে দেবে—বিশেষত তপনের মায়ের কাছে, বোনের কাছে। প্রথমেই যিনি উপরে উঠলেন, সম্ভবত তিনিই তপনের মা, উজ্জ্বলা আন্দাজ করলো। লম্বা, বেশ ধপ্‌ধপে গৌরাঙ্গী, বয়সে চল্লিশের খুব বেশি হবে না, এখনো তাকে সুন্দরী বলা চলে। তাঁরই পেছনে একটা চাকরহাতে ঝুলিয়ে উঠ্‌চে একটা বড় সুটকেস। তপন বা রাজাবাবুএখনো নীচে। তপনের নীচের দৃষ্টি হঠাৎ উজ্জ্বলার ওপরপড়তেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলতাঁর সঙ্গিনী সেই মেয়েটি। দুজনের মুখেই বিস্ময়ের চিহ্ন বেশস্পষ্ট ফুঠে উঠেচে। রানিমার চোখের জিজ্ঞাসার দৃষ্টির জবাবদেওয়া উচিত ছিল বীরেনের কিন্তু সে তখন এই অপ্রত্যাশিতপরিস্থিতির উদ্ভবে একটু হতভম্ব হয়ে পড়েচে। সুতরাং প্রশ্নেরজবাব দিতে হল উজ্জ্বলাকেই। সে গিয়ে রানিমার পায়ের ধুলোনিয়ে প্রণাম করল। রানিমার চোখ থেকে বিস্ময়ের দৃষ্টিটাতখনো কাটেনি। বল্লেন—কে?...এইবার বীরেনের কর্তববুদ্ধিজাগরিত হল। সেও এগিয়ে এসে রানিমার পায়ের ধুলো নিয়েবল্লে—আমরা এসেছিলুম তপনের খোঁজে। ইনি উজ্জ্বলাদেবী, তপনের সঙ্গেই এক ইয়ারে পড়েন, আমিও। তপন আজ দুদিন কলেজে যায়নি। এঁর আবার একখানা নোটের দরকার, তাই তপনের কাছ থেকে নেবো বলে ওঁকে নিয়ে—আমরাওওপরে উঠেছি, আপনারাও—

রানিমা একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে উজ্জ্বলার দিকে চেয়ে একচমকে যেন তাকে দেখে নিতে চাইলেন, তার পরেই স্মিতমুখেবল্লেন—এসো, এসো, বেশ তো। তোমরা তপনের সঙ্গেপড়ো। তপনও আস্‌চে। কি নাম বল্লে তোমার মা ? ...বেশ বেশ। এই দোর জানলা সব খুলে দে—তোমরা এসে বসো ভেতরে। এই আমার মেয়ে নির্মলা, বাড়িতেই পড়ে, এইবার ম্যাট্রিক দেবে। দীপু মা, এদের নিয়ে বসাও ভেতরে। আমিআসচি। হ্যাঁ, একটা কথা বলি, ওর নাম নির্মলাবটে, কিন্তু দীপ্তিওর ডাক নাম। সেই নামেই ওকে সবাই জেনো।

উজ্জ্বলা ও বীরেন দুজনেই কিছু অস্বস্তি বোধ করছিলো, ওদের আর এখন বসবার ইচ্ছে নেই, কোনো অছিলায় সরেপড়তে পারলে বেঁচে যেতো—কিন্তু দীপ্তি ওদের স্মিতমুখেএগিয়ে নমস্কার করে বল্লে—আসুন আপনারা। ওরা ভেতরেগিয়ে সবে বসেচে এমন সময় ওপরে উঠলো তপন আর তার পেছনে একজন স্থূলকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক, গায়ে সাদা শাল, পায়ে স্প্রিংওয়ালা সেকেলে ফ্যাশানের হুড বার্নিস্ প্যানেলা জুতো, চোখে মোটা পরকলার চশমা। ইনিই রাজাবাবু।

তপন ঘরে ঢুকে এদের দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল, তারপর উজ্জ্বলার দিকে চেয়ে বলে উঠলো—কি মনে করেউজ্জ্বলা দেবী ? বাবা—আমাদের সঙ্গে পড়েন উজ্জ্বলা দেবী, আমার বন্ধু বীরেন। আমার বাবা, উজ্জ্বলা ও বীরেন দুজনে রাজাবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন। রাজাবাবু মোটেই গম্ভীর স্বভাবের মানুষ নন, হেসে বল্লেন—এসোমা, থাক থাক্–এসো বাবা—তোমরা তপুর সঙ্গে পড়ো ? আজকাল তোমাদের কো-এডুকেশনের যুগ কিনা আবার।দেখে শুনে মনে হয় আবার কলেজে পড়ি।...বলেই বৃদ্ধ হা হাকরে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন।...এসো মা, তোমাদেরসঙ্গে একটু আলাপ করি। কলেজে পড়া আধুনিক মেয়েতোমরা। আমার এই মেয়ে দীপু-এর সঙ্গে পরিচয় হয়েচে ? লেখাপড়ায় খুব ঝোঁক—সংস্কৃত পড়তে চায়। এইবার ম্যাট্রিকদেবে—ভাবচি, এবার ওকে কলেজে

দেবো।...পাড়াগাঁয়েথাকে—তা ভাব্‌ছি, ওকে আর সেকালের অন্ধকারে ফেলে রেখে কি লাভ ? দিই ওকে একালের উপযুক্ত করে গড়ে পিটে তৈরি করে—কি বলো ?...কথা শেষ করে সদানন্দ বৃদ্ধ আরএকচোট হেসে উঠলেন।

এর হাসিতে ঘরের আড়ষ্ট ভাবটা যেন হঠাৎ কেটে গিয়েসব জিনিসটাকে বেশ সহজ সরল করে তুললো। উজ্জ্বলাহাসিমুখে বল্লো—তা ভালোই, দেবেন আমাদের কলেজেই।উনি সংস্কৃত বুঝি খুব ভালো জানেন ?

দীপ্তিহেসে বল্লে—আপনি বাবার সব কথা শুনবেননা—উনি কি যে বলেন কখন—আমার আবার জানাজানি—

রাজাবাবু বল্লেন—কেন, তোমার সেই ধৃতরাষ্ট্র বিলাপেরবাংলা অনুবাদটা ওঁদের—

দীপ্তি ভ্রূকুটি করে বল্লে—বাবা, আবার !

উজ্জ্বলা আর তপন হেসে ফেল্লে। বীরেন কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে মুগ্ধদৃষ্টিতে দীপ্তির দিকে চেয়ে রইল। এই ভ্রূকুটিরভঙ্গিটিতে কি সুন্দর মানালো এই মেয়েটিকে। এতক্ষণ পরে বীরেন ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলে দীপ্তি যে ধরনের সুন্দরীমেয়ে তা হঠাৎ পথে ঘাটে চোখে পড়ে না। এর রূপের ওপরযেন প্রাচীন আভিজাত্যের একটি গর্বভরা স্বাতন্ত্র্যের ছাপআছে—যেটা এই রূপসী মেয়েটিকে বহু থেকে পৃথক করেছে, ওর মুখশ্রীতে একটি নামনির্দেশহীন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেছে।এই সময়ে রানিমা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বল্লেন—দীপু, শুনে যা মা–বসো মা তোমরা, বসো বাবা—এখনি আস্‌চি।

তপন বল্লে—আমায় যদি একটু ক্ষমা করেন উজ্জ্বলা দেবী, বাবার সঙ্গে ততক্ষণ গল্প করুন, আমি তিন মিনিটেরমধ্যে আস্‌চি—

রাজাবাবু বল্লেন—বোসো মা, তোমার তাড়া নেই তো তেমন ? তোমার নাম বীরেন বল্লে না ? তোমাদের কলেজেরআজকাল জীবন কি রকম জানতে ইচ্ছে হয়। আমার ছেলে তপনকে দেখে আমার মনে হয় না যে আজকাল ছেলেরা কলেজে লেখাপড়া করতে যায়।ও খেলে ক্রিকেট। দৌড়ঝাঁপে মজবুত, শুনেছি নাকি ভালো বাঁশী বাজায় হৈ হৈ করে বেড়ায়কিন্তু পড়াশুনো করে বলে আমার মনে হয় না।

উজ্জ্বলা আর বীরেন দুজনেই এ কথার প্রতিবাদ করতেগেল। কিন্তু রাজাবাবু অধীরভাবে হাত নেড়ে বল্লেন—শোনো মা, আমি কি বলছি। হতে পারে আমরা সেকেলে মানুষ, তোমাদের একালের আধুনিক-আধুনিকাদের মনোবৃত্তি আমরা বুঝতে পারিনে সহজে। কিন্তু তবুও আমার বক্তব্যটা আরোএকটু স্পষ্ট করে বলি শোনো। আচ্ছা, তপুর মতো তুমিও কিহিস্ট্রি ইকনমিক্‌সের—বীরেন ও মা তুমিও ? বেশ শোনো।অনেক কাল আগের কথা, তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি।আমার সহপাঠী ছিল সত্যকিঙ্কর সেন বলে একটি ছেলে।যখন এক্-এ ক্লাসের ছাত্র তখন সে আগাগোড়া গিবন পড়েফেলেছে—মোমজেন তখন নতুন এসেছে। কলেজেরলাইব্রেরিতে দু ভলুম ছাত্র ইংরিজি অনুবাদ এসেছিল। সেএডিশন তারপরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সত্যকিঙ্কর তাওআয়ত্ত করলে। এফ্-এ পরীক্ষা হল—প্রেসিডেন্সি কলেজেইসিট্ পড়েছে আমার আর সত্যকিঙ্কর দুজনেরই। এমন একদাঁতভাঙা কোশ্চেন এল ক্রীটান সভ্যতার সম্বন্ধে, চেয়ে দেখ্‌চি হলে সব ছেলে কেবল গ্লাস গ্লাস জল চাইছে। কলম আর চলে না কারো। গেট দিয়ে বার হয়ে যখন আসি সত্যকিঙ্করকে জিগ্যেস করলুম, ভাই এটা কেমন লিখলে ? সত্যকিঙ্কর ক্রীটানসভ্যতা সম্বন্ধে দিব্যি একটা লম্বা ফর্দ দিয়ে গেল—যেন এটর্নিরনথি। ক্লাসের পড়ার বইয়ে তার বিশেষ কিছুই ছিল না, সংগ্রহকরেচে অন্য কোনো বড় ইতিহাসের বই থেকে। এই রকম ছিলসেকালের ছাত্রেরা—বুঝলে মা !

উজ্জ্বলা একমনে রাজাবাবুর কথা শুনছিল। বৃদ্ধেরবুদ্ধিদীপ্ত প্রশস্ত ললাটের দিকে চেয়ে তারশ্রদ্ধায় মন আপ্লুতহয়ে উঠলো। সে মনে মনে এর সঙ্গে নিজের মামা মি.নন্দীর খেলো মুখশ্রীর তুলনা করছিল নিজেরই অজ্ঞাতসারে।বল্লে—ইনি এখন কোথায় আছেন ? নিশ্চয়ই খুব বড়—

রাজাবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সে এক করুণ ইতিহাস মা। সত্যকিঙ্কর বি.এ. পাশ করার পর তার একবন্ধুর সঙ্গে পুরী গেল বেড়াতে। সেখানে একটা বাড়িতে গিয়েউঠলো স্বর্গদ্বারের কাছে। কিছুদিন বাড়িটাতে থাকবার পরেলোকের মুখে শুনলে এখানে যক্ষ্মারোগে একটা রুগী মরেছে।তখন লোকে এত টি'বির কথা জানতো না বা শোনেনি। কিন্তু রোগের নাম না জানলেও রোগে ধরে। পুরী থেকে ফিরে এসেইতার হল ওই রোগ। একালে যাকে বলে গ্যাসপিং কনভালশন।দু'মাসের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল।

বৃদ্ধ চুপ করলেন। অনেকদিন পরে বাল্যবন্ধুর শোচনীয়মৃত্যুর কথা হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে ? না, যতই পরকালেরদিকে এগিয়ে চলেছেন ততই পরলোকগত প্রিয়জনের মুখগুলির মধ্যে তাঁর এই অকালপ্রয়াত প্রতিভাবান বন্ধুটির মুখ মনে পড়ে আজকাল? বুদ্ধিমতী উজ্জ্বলার মন এক অপূর্বভাবে পরিপূর্ণ হল। গভীরতার দিক থেকে এভাবের অভিজ্ঞতা তার তরুণ জীবনে এই প্রথম। এখানটিতে আসা তার সার্থক হয়েছেআজ।

এই সময় দীপ্তি এসে বলল—আপনারা আসুন দয়া করে—একটু চা খাবেন। ওদিকের বারান্দাতে চা দেওয়াহয়েচে। বাবা এসো।

সঙ্গে সঙ্গে রানিমা এসে বল্লেন—এই যে মা, তোমাদেরবসিয়ে রেখে যেতে হয়েছিল, কিছু মনে করো না মা। বাবাবীরেন, একটু চা খাবে এসো।

স্বামীর দিকে চেয়ে বল্লেন, বেচারিদের কান ঝালপালাকরে তুলেচ নিশ্চয়ই তোমার লেকচার দিয়ে ?

রাজাবাবু কি একটা কৈফিয়েতের সুরে কি একটা কথাবলবার পূর্বেই উজ্জ্বলা ও বীরেন রানিমার কথার প্রতিবাদ করলে। তারপর সকলে মিলে উত্তরের বারান্দাতে গিয়ে চায়েরটেবিলে বসলো। দীপ্তি শাড়ি বদলে একটা ফিকে হল্‌দে রং-এরহাল্‌কা জরিপাড় শাড়ি পরেচে-বীরেন একবার চোখ তুলেচেয়েই আবার চোখ নামিয়ে নিলে। এরই মধ্যে কখন সে স্নানসেরে ফেলেচে। তার স্নান-মার্জিত সুগৌর দেহবর্ণের সঙ্গেশাড়ির রংটা চমৎকার মানিয়েচে।

তপনও ছিল। কিন্তু বাবা মায়ের সামনে সে বিশেষ মুখখুলে কথা বলতে পারলো না। দীপ্তি বল্লে—উজ্জ্বলা-দি, চিনি কতটুকু ? বীরেনবাবু—চিনি ? বাবা, এই প্লেটটা তোমার।

রাজাবাবু করুণ দৃষ্টিতে অপর প্লেটগুলির নতুন গুড়েরসন্দেশের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজের মিষ্ট-বর্জিত ফলের প্লেটের দিকে মনোনিবেশ করলেন। একটু পরে বল্লেন—দীপু মা, আজ না হয় এঁদের শুভ আগমনের আনন্দের দিনে এক-আধটা নতুন গুড়ের সন্দেশ—

দীপ্তি বল্লে—না বাবা, তা হবে না। সন্দেশ তুমি পাবে না—ওঁদের দোহাই দিলেও তা হবে না।

উজ্জ্বলা বিস্মিত সুরে বলে উঠলো, কেন, ওঁর প্লেটে তোসন্দেশ মোটেই নেই—

সে বাপারটা বুঝতে পারেনি দেখে দীপ্তিবল্লে—বাবারকথায় কান দেবেন না উজ্জ্বলা-দি, ডাক্তারে মিষ্টি ছুঁতে বারণকরে দিয়েছে ওঁকে। উনি এদিকে ছেলেমানুষের মতো মিষ্টি ভালোবাসেন—ছেলেমানুষের মতো কত ছলছুতো মিষ্টি খাবারজন্যে—দেখুন তো কি অন্যায় ?

উজ্জ্বলা হেসে উঠলো দীপ্তির কথার ভঙ্গিতে। দীপ্তি যেন প্রবীণা, অভিভাবিকা, রাজাবাহাদুর আব্দার-প্রিয় দুরন্তছেলেটি—এমন একটা ভাব তার কথায় ফুটে উঠলো।

তপন বল্লে—বাবা, বীরেনকে কথাটা বল্লে হয় না ?

রাজাবাবু বল্লেন—ভালো কথা বলেছ তপু। আচ্ছাবীরেন, আমরা এখন কিছুদিন কলকাতায় আছি—দীপ্তির জন্যে একটা ভালো টিউটর খুঁজে দিতে পার ? পঞ্চাশ টাকা করেপাবে—সকালে দু-ঘণ্টা আর সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা, আছেসন্ধানে ?

বীরেন বল্লে—আমি সন্ধান করে অবশ্যই দেখবো। তবেএকটা কথা বলি। যতদিন না পাওয়া যায়—আমার দ্বারা যদিকোনো উপকার হয়, আনন্দের সঙ্গে করবো।

রাজাবাবু সানন্দে বলে উঠলেন—এ তো খুব আনন্দেরকথা। কিন্তু তোমার তাতে নিজের পড়াশুনোর কোনো ক্ষতি হয়। অবিশ্যি আমি—

বীরেন বললে—তবে একটা শর্ত থাকবে, যদিও তারউল্লেখ করা বাহুল্য; তবু বলচি। এর মধ্যে টাকা কড়ির কোনো ব্যাপার থাকবে না।

রাজাবাবু বল্লেন—তুমি তপুর বন্ধু, সহপাঠী। সে ব্যাপার এনে ফেলে তোমার মর্যাদা আমি খাটো করতে চাই না বাবা। সেইজন্যেই বলছিলাম তোমার নিজের পড়াশুনোরকথা।

বীরেন বিনীতভাবে বল্লে: আমার পড়াশুনোর কিছু ক্ষতিহবে না এতে।

তপন বল্লে—তবে শুভস্য শীঘ্রম; কাল থেকেই চাকুরিতেলেগে যাও, নতুন মাস্টার মশাই ?

বীরেন বল্লে-বেশ, লাগবো, তার আর কি।

বেলা ক্রমশ পড়ে আসচে, কলেজ থেকে ওরা সেইকখন বেরিয়েছে দুটোর সময়—এখন প্রায় সাড়ে চারটের কমনয়। ওর মনে পড়ছিল রাত্রে দেখা দক্ষিণেশ্বরের সেই স্বপ্নেরকথা—সেই বাঁশি চুরি, শ্রীমতী রাধার অভিমান। তার এ কদিনকাটচে অদ্ভুত—স্বপ্নের মতোই এলোমেলো হিজিবিজি এরঘটনা বিন্যাস, যৌবনের মোহন নেশায় ভরপুর দণ্ড প্রহরগুলিযদি এই রকমই কাটে, না যদি আসে প্রখর রৌদ্র জনবিরলমধ্যাহ্নদিন, না যদি নামে উদাস, ধূসর সঙ্গীহীন সন্ধ্যা, না যদিনামে তারাহীন স্তব্ধ রাত্রি ?

বীরেনের চমক ভাঙলো। তপন ও উজ্জ্বলা কি একটাবলে দুজনেই হাসচে। তার সম্বন্ধে কি ? সে কি চায়ের টেবিলেঘুমিয়ে পড়েছিল ? হতে পারে, কি দুশ্চিন্তা আর খাটুনিইগিয়েচে কদিন।

রাজাবাবু বল্লেন—বীরেন তুমি চা খেয়ে একটু বিশ্রামকরবে ?

রানিমাও বল্লেন—হ্যাঁ বাবা বীরেন, হ্যাঁ বাবা তুমি তপুরঘরে একটু বিশ্রাম করে নিয়েই যাও। তোমার শরীরটা বড় ক্লান্তহয়েচে না ?

রাজাবাবু বল্লেন—হ্যাঁ, তাই করো বাবা বীরেন, একটুবিশ্রাম করে নাও।

বীরেন নিজেকে সামলে নিয়েচে ততক্ষণ। সেতাড়াতাড়ি—আজ্ঞে না, কোনো দরকার নেই—আমি এই চাখেয়েই উঠবো। একটু কাজ আছে অন্য জায়গায়। তা ছাড়াউজ্জ্বলাদেবীকে কলেজ থেকেই এনেছি ওঁকেও বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে—বেলা গেল—

শেষের কথাটার উজ্জ্বলা নিজেই জবাব দিলে। স্মিতমুখেবল্লে—তাতে কি ? আপনি বিশ্রাম করুন, আমি এমনই যেতেপারবো, গাড়ি যখন রয়েচে।

রানিমা এই সময় বল্লেন—মা উজ্জ্বলা তোমাকে আমারবড় ভালো লেগেচে। তুমি মাঝে মাঝে এখানে এসো মা কলেজের পর। বড় খুশি হবো তুমি এলে।

ওরা চা খেয়ে বিদায় নিলে। একটু পরেই রাজাবাবুডাকলেন তপনকে। বললেন—একটা কথা বলি তপু। আমিএকবার এটর্নির বাড়ি যাব, এখানে কোথাও টেলিফোন আছে ? একটা ফোন করে একবার দ্যাখো তো—ঘোষ এন্ড চ্যাটার্জিতুমি তো জানো, হেস্টিংস স্ট্রিট ছ নম্বর।

তপন বল্লে—এখন কেন বাবা-কাল সকালে বাড়িতেযাবেন না হয়, চেম্বারে যদিএখন না পাওয়া যায়—পাঁচটা বেজে গেছে।

রাজাবাবু বল্লেন—একটু তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে যেবাবা। যে জন্যে কলকাতা আসা আমার। তোমাকে বলিনি, তুমি ফোনটা একবার করো অন্তত এনগেজমেন্টটা করো কালসকালে।

তপন ফোন করতে বেরিয়ে গেলে দীপ্তির মা এসেদাঁড়ালেন। স্বামীর দিকে চেয়ে বল্লেন—যদি এখানে থাকতেহয়, এ বাড়িটা বদলালে হয় না ? এটার ঘরদোর বেশি নেইসকলেরই অসুবিধে, আমার পুজোআচ্চার জন্যে একখানা আলাদা ঘর দরকার, তোমাদের চায়ের আড্ডা আর হল্লার মধ্যেআমার ডুবে থাকলে চলবে না।

রাজাবাবু বল্লেন—সে কথা আমি ভেবেছি। এটর্নিরওখানে একটু কাজ আছে, কাল সেরে বেরুব একবার লেকেরদিকে। দেখি যদি ওদিকে কোথাও সুবিধে গোছের কোনো বাড়িপাওয়া যায়।

পরদিন বৈকালে কলেজে ক্লাস করে বেরিয়ে আসচেতপন, এমন সময় একটি মেয়ে লাইব্রেরি ঘরের দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ওকে ডাকলে। তপন বিস্মিত হল, মেয়েটিকে সে চেনে না, তবে ক্লাসে তাকে দেখেচে বলে মনে হল। তপন এগিয়ে এসে বল্লে—আমায় ডাকচেন ? তারপর সে লক্ষ্য করে দেখলেমেয়েটির গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম, মুখশ্রী বেশ সুন্দর, দেহেরবেশ সুঠাম গড়ন, পরনে সাদাসিধে শাড়ি ব্লাউজ, হাতে সোনারচুড়ি ও রিস্টওয়াচ, চোখে চশমা। মেয়েটি হাসিমুখে নমস্কারকরে বললে—আপনি আমায় কখনো দেখেচেন বলে মনেহচ্চে না যেন।

তপন বল্লে—না, এইবার মনে হচ্ছে আপনাকে ক্লাসেই দেখেছি। আমার সঙ্গে কোনো প্রয়োজন আছে ?

মেয়েটি বল্লে—একটু সাহায্য চাই আপনার কাছে। দেখুন, সামনের মঙ্গলবারে আমরা ফাইন আর্টস সোসাইটিরতরফ থেকে একটা মিটিং অর্গানাইজ করচি। সত্যেন সেনকে বলে একটা লেকচার দেওয়াব। আমি ফাইন আর্টস সোসাইটিরসেক্রেটারি আজকাল—আমার নাম লতিকা চট্টোপাধ্যায়। আপনার নাম সকলে জানে। আপনি একটু প্রিন্সিপালকে যদিদয়া করে বলেন থার্ড ইয়ার আর সেকেন্ড ইয়ারের আফ্টারনুনক্লাসগুলো সেদিন ছুটি দিতে, তাহলে আমাদের মিটিং-এরভারি সুবিধে হয়। আপনার কথা প্রিন্সিপ্যাল ঠেলতে পারেন নাকারণ স্পোর্ট সোসাইটির সেদিনের সেই ব্যাপারে উজ্জ্বলাকেআমি বলেছিলুম, উজ্জ্বলাও আপনার কথা বল্লে।

তপন ভাবলে—মেয়েটি যে দেখচি আমার অনেক খবর রাখে। পরে তার হঠাৎ মনে পড়লো উজ্জ্বলা একবার এই মেয়েটির কথাই ওকে বলেছিল বটে। উজ্জ্বলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে।উপরোধে ঢেঁকিও গিলতে হয়। সে অগত্যা বল্লে-আচ্ছা কালবারোটার সময় প্রোফেসার রায়ের ক্লাসের পর আমায় যদিমনে করিয়ে দেন, কাল এর ব্যবস্থা দেখব—

কথা শেষ করে একটা কাঠখোট্টা গোছের নমস্কার করে সে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিল, মেয়েটি আবার বল্লে—বাড়ি যাবেনতো ? চলুন না আমাদের গাড়ি রয়েচে, আপনাকে নামিয়ে দেবএখন—

তপন অগত্যা মেয়েটির সঙ্গে গিয়ে দেখলে একটাটু-সিটার গাড়ির দরজা খুলে সম্ভবত গাড়ির ক্লিনার ওদের আগমনের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে রয়েচে। এই তাহলে সেই প্রখ্যাত টুসিটার গাড়িখানা। কলেজে মেয়েদের খবর সম্বন্ধে সোজা বীরেন যে গাড়িখানার কথা সেদিন বলেছিল।

ওরা দুজনে উঠে বসলো। ক্লিনার ঢাকা খুলে পেছনের সিটে বসলো গিয়ে। তপন বল্লে—গাড়ি নিজে ড্রাইভ করেনবুঝি ? আমাকে অ্যালাউ করুন আজ—কোন্ দিকে যাবো ? সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে ?—বেশ।

তপন বসে স্টিয়ারিং ধরলে। তারপর গাড়ি নিঃশব্দেবেরিয়ে চললো কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট পার হয়ে বিডন স্ট্রিট ধরে।হঠাৎ লতিকা বল্লে—আপনার বাবার সঙ্গে আজ আলাপহলো—আজ সকালে—

তপন বিস্মিত হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—আমার বাবা ! কোথায় কেমন করে—আপনি—

লতিকা হাসিমুখে বল্লে—আমাদের বাড়ি আজ উনিসকালে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। আমার বাবার নাম সত্যহরি চট্টোপাধ্যায়—ঘোষ এন্ড চ্যাটার্জি ফার্মের পার্টনার, ওঁরই ফার্ম এখন, কারণ মি. ঘোষ মারা গিয়েছেন আজ চার পাঁচ বছর হল। আপনার বাবা বিষয় সংক্রান্ত কাজেই আমাদের ওখানে এসেছিলেন মনে হল।

তপন বল্লে—ও ! কাল আমিই ফোন করে এনগেজমেন্টঠিক করেছিলুম আপনার বাবার সঙ্গে, তখন জানতাম না যে—

লতিকা বল্লে—বাবাও জানতেন না। আপনার বাবা কথায় কথায় তুল্লেন আপনার কথা। তখন সব জানা গেল।

বাবা আমায় ডাকিয়ে আপনার বাবার সঙ্গে আলাপকরিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে তপনের বাড়ির কাছে গাড়ি এসে গেল। তপনগাড়ি থামিয়ে বল্লে—আপনি স্টিয়ারিং ধরুন এবার আমি নামিএখানে। কাল প্রিন্সিপ্যালের ওই ব্যাপারটা একবার আমায় যদি দয়া করে মনে করিয়ে দেন—

লতিকা বল্লে—হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমার সে মনেথাকবে—আচ্ছা নমস্কার।

তপন বাড়ি ঢুকতেই রাজাবাবু ওকে ডাক দিলেন, বল্লেন—চল দুজনেই একবার বার হই। দীপ্তিকেও সঙ্গে নেওয়া যাক। একটা বাড়ি দেখে আসি চলো—তুমি চা খেয়ে নাওততক্ষণ, আমি একখানা চিঠি লেখা শেষ করি। একখানা ট্যাক্সিডাকাও। হ্যাঁ—এটর্নি সত্যহরি চাটুয্যের মেয়ে তোমাদের সঙ্গে পড়ে ? ওর সঙ্গে আজ আলাপ হল—নামটা কি যেন বল্লে, লতিকা বোধ হয়, আজকাল আবার নাম মনে থাকে না। বেশমেয়েটি !

তপন বল্লে—আমি চিনতাম না, তবে আজ আলাপ হল, মিস চ্যাটার্জি বললেন বটে তোমার কথা। আচ্ছা আমি আসচিবাবা।

একটু পরে ওরা সবাই ট্যাক্সি করে বার হল। রাজাবাবুবল্লেন—লেকের দিকে যেতে বলো তপু ড্রাইভারকে, দীপুকেএকবার ওদিকটা দেখিয়ে আনি।

তপন কিন্তু বল্লে-বাবা, আজ এম্পায়ারে ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিকের তরফ থেকে কতকগুলো ভালো পিয়ানোআর ভায়োলিন রিসাইট্যাল হবে, কে একজন ভায়োলিনিস্টএসেচে, বেশ নামকরা। যাবে তো চলো, ফিরবার পথে দীপুকে শোনানো দরকার, ওর উপকার হবে।

রাজাবাবু সোৎসাহে বল্লেন—বেশ ভালো কথা। কিন্তুটাকা আছে সঙ্গে ? বেশ। তবে অত উঁচু দরের ইউরোপীয়ানমিউজিকে এখন দীপুর বিশেষ কি উপকার হবে ? আচ্ছা, শুনেরাখুক।

লেকে গিয়ে সবাই গাড়ি থেকে নেমে পায়চারি করতেলাগলো। লেক দেখেদীপ্তিছেলেমানুষের মতো খুশি, সন্ধ্যা হবার বেশি দেরী নেই—ইতিমধ্যে লেকের ধারের রাস্তাগুলিতে আলো জ্বলে উঠেচে—ভ্রমণরত সুবেশ নরনারীর সংখ্যা ক্রমশবাড়ছে। হঠাৎ পাশ থেকে কে একজন বলে উঠলো—এইযে, আপনি এখানে। নমস্কার। এরা কে ? ছেলেমেয়ে বুঝি ? বেড়াতে এসেছিলেন ?

রাজাবাবু সকলের আলাপ করিয়ে দিলে। সত্যহরিবাবুতপনের হাত ধরে আপ্যায়িত করে বল্লেন—বড় আনন্দ হল বাবা তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে, আমার মেয়ে লতি তোমাদেরএক ক্লাসেই পড়ে, কাল তোমার বাবার সঙ্গে কথাবার্তায় সেটাপ্রমাণ হল। এসো মা তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করি, তোমারবয়েসী আমার আর একটি মেয়ে আছে। লতির ছোট, সে বেথুনস্কুলে পড়ে। ভারি খুশি হলাম তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে।

কিছুক্ষণ সকলে এদিক ওদিক ঘোরবার পর সত্যহরিবাবুবল্লেন—আমি এবার একটু যাবো একটা জরুরী এনগেজমেন্টআছে—

রাজাবাবু বল্লেন—আমরাও তো যাবো। চলুন—

সত্যহরি বাবুর গাড়ি যেখানটিতে থাকবার কথা, সেখানেএসে দেখা গেল তাঁর গাড়ি তখনো আসেনি। রাজাবাবুবল্লেন—আসুন দয়া করে, আমাদের ট্যাক্সি রয়েচে, আপনাকেনামিয়ে দিয়ে যাই।

সত্যহরিবাবুকে নামিয়ে দিয়ে ওরা ফার্স্ট এম্পায়ারেএল। প্রথমের সারিতে আসন পাওয়া গেল না—নীচের হলেরমাঝামাঝি জায়গায় কয়েকখানি আসন তখনো খালি ছিল। ওরাগিয়ে সেখানে বসবার কিছুক্ষণ পরে নির্মলা হঠাৎ তপনের গায়ে কনুই দিয়ে ঠেলা মেরে বল্লে—উজ্জ্বলা দিদি !

তপন বিস্ময়ের সুরে বল্লে—কোথায় রে ?

নির্মলা বল্লে—ওই তো স্টেজে। বাবা, উজ্জ্বলা দিদিকেদেখতে পেয়েছ ?

রাজাবাবু বল্লেন—উজ্জ্বলা মায়ের দেখছি অনেক গুণ আছে, দীপুকে মাঝে মাঝে যদি একটু দেখে তবে বড় ভালোহয়—কি বলিস দীপু ?

ব্যান্ড মাস্টার আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে কাঠি ওঠানোর সঙ্গেসঙ্গে কনসার্ট শুরু হল। কোয়ার্টেট জাতীয় বাজনা, চারজনেএকসঙ্গে বেহালা শুরু করলে, ওদের মধ্যে উজ্জ্বলা একজন।তপন ইউরোপীয় যন্ত্রবাদ্যের ঐকতানের কিছুই বোঝে না, তবুওতার বেশই মিষ্টি লাগছিল ওদের বাজনাটা। দীপ্তি তো সোৎসুকদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো উজ্জ্বলার ছড়চালনরত সুঠাম দক্ষিণহস্তের দিকে। প্রায় পনেরো মিনিট পর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীরকরতালির মধ্যে যন্ত্রসংগীতের প্রথমার্ধ শেষ হল।

দ্বিতীয়ার্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কয়েক মিনিটের অবকাশ।তপন দেখলে উজ্জ্বলা ইতিমধ্যে কখন স্টেজ থেকে নেমেএসে প্রথম সারির আসনে কার সঙ্গে কথা কইচে। ভালো করেচেয়ে দেখে পেছন থেকে যতটা আন্দাজ করা গেল—তপনেরমনে হল লোকটি উজ্জ্বলার মামা মি. নন্দী।

সে বল্লে—আমি আসচি বাবা, উজ্জ্বলার সঙ্গে দেখা করে আসি একবার—

উজ্জ্বলা ওকে দেখে আনন্দ ও বিস্ময়ের সুরে বল্লে— আপনি এখানে ! নমস্কার। বসেচেন কোথায় ? মামাত পনবাবু। অপ্রত্যাশিত ভাবে ওকে দেখে উজ্জ্বলা যে খুব খুশি হয়েচে, তার চোখে মুখে তা প্রকাশ পেল।

মি. নন্দী উদাসীনতার সঙ্গে হাত তুলে নমস্কার করলেনযাতে বোঝা গেল তপনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি আহ্লাদেআত্মহারা হয়ে ওঠেননি। তপন লক্ষ্য করলে শুধু মামা ন্যান্‌ডি নয়, উজ্জ্বলার চারিপাশেই যে প্রজাপতির দল ঘুরে বেড়ায়তাদের অধিকাংশই নিখুঁত ইভনিং সুট পরে এখানে আজ উপস্থিত আছে। ইউরোপীয় যন্ত্র-সংগীতের এরা যে মস্তসমজদার তা নয়, এ দলটা এসেচে উজ্জ্বলাকে একটু তোষামোদকরবার জন্যে।

এবার দ্বিতীয়ার্ধ আরম্ভ হবে। উজ্জ্বলা যাবার সময় বল্লে—আপনি এখানে বসুন না ? এখানে আমার সিট তোরয়েচে। মামাবাবুর পাশে।

তপন বল্লে—বাবা আরদীপ্তি এখানে বসে যে। আমরা তিনজনেই এসেচি—

ও ! এতক্ষণ বলেননি কেন ? ফিরে এসে ওদের সঙ্গেদেখা করচি আমি।

তপন ফিরতেই দীপ্তি বল্লে—দাদা, আমাকে ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিকে ভর্তি করে দাও না উজ্জ্বলা দিদিকে বলে !বাবাকে সেই কথা বলছিলুম।

রাজাবাবু বল্লেন—ভালোই তো, উজ্জ্বলা মা কি বলেন শোনা যাক, বসো।

সংগীতের দ্বিতীয়ার্ধ শেষ হল। হাততালি ভালো করে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই উজ্জ্বলা দ্রুত পদে স্টেজ থেকে নেমে একেবারে সোজা এদের কাছে চলে এল। তপন উঠে দাঁড়িয়ে রাজাবাবুর পাশে উজ্জ্বলার বসবার জায়গা করে দিল। উজ্জ্বলারাজাবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বল্লে—আপনিএসেছেন ভারি খুশি হয়েচি। দীপ্তির তো শোনাই উচিত। একজন বড় ভায়োলিনিস্ট এসেচেন মি. লুটো স্নাবস্কি, ওঁরবাজনা হবে একটু পরে।

রাজাবাবু বল্লেন—তুমি কতদিন থেকে ইউরোপীয়ানমিউজিকের চর্চা করচো মা ?

উজ্জ্বলা হেসে বল্লে—আপনিও যেমন ! কিসের চর্চা।মামাবাবু পীড়াপীড়ি করতেন এদের স্কুলে ভর্তি হবার জন্য। বছর দুই ছিলাম। আমি এদের প্রাক্তন ছাত্রী। দু-এক বছরে কিশিখবো বলুন।

আচ্ছা উজ্জ্বলা মা, দীপ্তিকে কি এখানে ভর্তি করে দেবো ? তুমি কি বলো ?

আমার মনে হয় ওকে ইন্ডিয়ান মিউজিক শেখান। এখানেঅল্পদিনে কিছু হবে না। তাছাড়া আমাদের দেশে সঙ্গীতের খুবসম্পদ রয়েচে। আমাদের কান তৈরি নয়। এদের মিউজিক যে দলটি আজ আমার সঙ্গে এসেচে এরা হাততালি যতইদিক জিনিসটা বিশেষ কিছু বোঝে না—আর্ট হিসেবে এরচর্চা ওরা কোনোদিনই করেনি। দীপ্তি যদি কষ্ট করে সেটাশেখেও—সমঝদার পাবে আমাদের দেশের সাধারণ শ্রোতারকাছে ? কি লাভ ?

ওরা আরো অনেকক্ষণ বসে গল্প করলে। নামজাদাগায়কের বাজনা যখন শেষ হল, তখন রাত প্রায় এগারোটা।রাজাবাবু ইতিমধ্যে একবার তাঁদের বাড়িতে আসতে উজ্জ্বলাকেবার বার অনুরোধ করে বিদায় নিলেন।

পরদিন সকাল নয়টার সময় তপন নিজের ঘরেবসে পড়চে, এমন সময়ে ওর মা ওকে ডেকে ব্যস্তভাবেবল্লেন—কারা এসেচেন দ্যাখ তপু—বারান্দায় যা—উনিএখনো ঘুমুচ্চেন।

এইমাত্র বাড়ির সামনে একখানা গাড়ি আসবার শব্দহয়েছিল বটে। তপন গিয়ে দেখলে সত্যহরিবাবু ও আর একটি প্রৌঢ় মহিলা সবে বারান্দায় উঠেছেন।

সত্যহরিবাবু ওকে দেখে বল্লেন—এই যে তপন বাবা।এই হল তপন—আমার স্ত্রী। তোমার বাবা কোথায় ? আজলতির জন্মদিন—তাই আমরা এলাম, তোমাকে আর দীপ্তিমাকেআজ একবার ওবেলায় আমাদের ওখানে আসতে হবে যে। ...লতি বিশেষ করে বলে দিয়েচে দীপ্তিকে নিয়ে যাবার জন্যে !